প্রথম আলো

22 MAY 2016
তারিখ ... 22 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

ড. হুমায়ুন কবীর

আসন্ন বাজেটের আগে এমপিওভুক্তির দাবি

প্রতি অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পেশ করার আগে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের ব্যক্তিরা নতুন করে আশায় বুক বাঁধেন। তার মধ্যে শিক্ষা একটি বড় সেক্টর। এর যেমন সম্ভাবনাও রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনেক সমস্যা। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির দাবি নতুন নয়। একদিকে এমপিওভুক্তি দিয়ে শেষ করে তো আরও কিছু প্রতিষ্ঠান চলে আসে সে তালিকায়। এভাবে প্রতিবছরই নতুন নতুন কিছু সমস্যা সামনে চলে আসছে। এর মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে চাকরিজীবীদের নতুন পে-স্কেল ঘোষণা করা হয়েছে, যার একটি বড় অংশ জুলাই-২০১৬ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। সেখানে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবীদের পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষকদের জন্যও কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে সুবিধাভোগী সেই শিক্ষকরা সঙ্গত কারণেই যারপরনাই খুশি হয়েছেন। পাশাপাশি যাদের 'এক যুগ বা তারও বেশিদিন ধরে এমপিওভুক্তি নেই, বিষাদ নেমে এসেছে তাদের ভেতর। বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি নামে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সেসব প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষক এখনো এমপিওভুক্তির বাইরে। দেশে বর্তমানে নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ের প্রায় সাড়ে ৮ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী দীর্ঘদিন ধরে এমপিওভুক্তির প্রত্যাশায় প্রহর গুনছেন। এমপিওভুক্তির দাবিতে কখনো রাজপথে, কখনো নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে চলেছেন। তাদের এসব দাবির পেছনে অনেক যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। সে জন্য যখনই কোনো মিটিং কিংবা সভা-সমাবেশ আয়োজন করা হয়, তখন সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে আশ্বস্ত করা হয়েছে বারবার। সর্বশেষ গত অর্থবছরের (২০১৫-১৬) বাজেটের আগে-পরেও তারা এসব দাবি-দাওয়া নিয়ে ঢাকার রাজপথে একাধিকবার সমবেত হয়ে সমাবেশের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে সরকারের কাছে ন্যায্য দাবি জানিয়ে আসছেন। নামে চাকরি করছেন অথচ বেতন পাচ্ছেন না, কী অদ্ভুত বিষয়! গণমাধ্যমের কল্যাণে জানা গেছে, এসব শিক্ষকের বেশিরভাগই দীর্ঘদিন ধরে নন-এমপিও রয়েছেন। তাদের কথা ভাবলে চোখের সামনে একটি করুণ চিত্রই ভেসে ওঠে। কারণ তাদেরও হয়তো সংসার, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি রয়েছে। তাদের মৌলিক চাহিদা কি এসব নন-এমপিও শিক্ষক মেটাতে পারছেন! এভাবে সময়মতো ভাত-কাপড়, শিক্ষা, চিকিৎসা দেওয়ার খরচ জোগাড় করা খুবই কঠিন কাজ। যতদূর জানা যায়, গত বছরের বাজেটের পর যখন তারা ঢাকায় একটি সমাবেশ করেছিলেন তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এক সদস্য তাদের বলেছিলেন, বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে যথাসম্ভব নিরসনের চেষ্টা করবে। এ বিষয়টি এ অর্থবছরের (২০১৬-১৭) বাজেটের আগে আবার সংশ্লিষ্টদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য চলতি মে মাসেই সারা দেশের এমপিওবঞ্চিতদের নিয়ে ঢাকায় একটি সমাবেশ করে সেই দাবি আবারও জানানো হয়েছে। সেখানে অনেকে তাদের এসব দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে বক্তব্য দিয়েছেন। সেখানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকও তাদের দাবির যৌক্তিকতার সপক্ষে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এর আওতাধীন নন-এমপিও শিক্ষকদের দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে যে কথাগুলো উঠে আসছে, সেগুলো হলো– ১. কোনো দেশের শিক্ষাই হলো সে দেশের মেরুদণ্ড। দেশ এখন শিক্ষাদীক্ষায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করছে। নতুন শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও এখন অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে ভালো। শিক্ষায় প্রাথমিক পর্যায় থেকেই একটি প্রতিযোগিতার আওতায় এসেছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত চালু করা হয়েছে সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষা, ২. প্রথাগত মুখস্থ বিদ্যাকে বাদ দিয়ে অধিকতর জ্ঞানচর্চার জন্য মুক্তবুদ্ধির প্রয়োগের নিমিত্ত সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। ৩. শ্রেণিকক্ষে আকর্ষণ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের নানামুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালুর মাধ্যমে ঝরে পড়া কমিয়ে আনা হয়েছে, ৪. কাজের বিনিময়ে শিক্ষা কিংবা স্কুল ফিডিংয়ের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, ৫. নারী ও মহিলাদের শিক্ষায় বেশি বেশি আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য উপবৃত্তির আওতা আরও বাড়ানো হয়েছে, ৬. ডিজিটাল ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রবর্তন করে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অনলাইন সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এগুলো জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকার খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে করে যাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে ৮ হাজার নন-এমপিও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার নন-এমপিও শিক্ষককে নিয়ে। আগামী ১ জুন জাতীয় সংসদে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। কাজেই সেই বাজেটকে সামনে নিয়ে তাদের যৌক্তিক দাবিটা আবার জোরালো হচ্ছে। তবে ৮ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষককে একবারে এমপিওভুক্তি দিতে পারলে তো খুবই ভালো। কিন্তু তা না পারলে অন্তত শুরুটা করা উচিত।

> এমপিওভুক্তির দাবিতে কখনো রাজপথে, কখনো নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে চলেছেন। তাদের এসব দাবির পেছনে অনেক যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে

লেখক : ডেপুটি রেজিস্ট্রার, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
hkabirfmo@yahoo.comss